R. N. No 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমেকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯০ সাল ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

## সরকারী ঔদাসীন্যে 'ভাগীরথী'তে অচলাবস্থা, ধর্ম্মঘট

বিশেষ সংবাদদাতা : সরকারী পর্যায়ে অসহযোগিতা ও ঔদাসীন্যের ফলে মুরশিদাবাদের ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের কাজকর্মে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সারা বাংলা দুগ্ধ উৎপাদক সমিতির সভাপতি নির্মল সরকার এক প্রেস বিবৃতিতে ইউনিয়নের কাজকর্মের পূর্ণাংগ চিত্র বর্ণনা করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ এনেছেন। শ্রীসরকারের অভিযোগ, রাজ্যের মিল্ক ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে গঠিত মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন না। দলীয় সংকীর্ণতা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশনের ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দে গঠিত ওই ফেডারেশনে উৎপাদক প্রতিনিধিদের নামমাত্র প্রতিনিধি রাখায় দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সমগ্র মুরশিদাবাদ ও নদীয়ার কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, তেহট্ট ও করিমপুর নিয়ে গঠিত ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৪ সালে। প্রায় ১৬ হাজার গ্রামীণ দুগ্ধ উৎপাদকের কাছ থেকে ২০৫টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ভাগীরথী ইউনিয়ন দৈনিক প্রায় ৩১ হাজার লিটার দুধ ডানকুনির মাদার ডেয়ারীতে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও গত সেপটেম্বর পর্যন্ত ভাগীরথী ইউনিয়নের সহযোগিতায় ১৪,১৬৯টি সংকরজাত বাছুর, ৫০টি উন্নত জাতের মহিষ জন্মগ্রহণ করেছে। উৎপাদকদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে পশু চিকিৎসা, গোখাদ্য, ঘাসের বীজ। ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশন তার রিপোর্টে ভাগীরথীর কাজকর্মকে রাজ্যের অন্য কয়েকটি দুগ্ধ সমবায় সমিতি থেকে যথেষ্ট উন্নত মানের বলে মন্তব্যও করেছেন। তবু, নির্মলবাবুর অভিযোগ, ভাগীরথী দীর্ঘদিন ধরে সরকারী দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। 'অপারেশন ফ্লাড—২' নামক একটি পরিকল্পনার ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশন, ন্যাশানাল ডেয়ারী ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দোহ উন্নয়ন বিভাগ সামগ্রিকভাবে যে হিসেব প্রস্তুত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ওই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রথম বছরে ৩৫·৯৫ লক্ষ এবং দ্বিতীয় বছরে ৩৫·৯৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় বছরের প্রথমটি অতিক্রম করে এ পর্যন্ত ভাগীরথীর কপালে জুটেছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। অদেয় ৫৬·৯৩ লক্ষ টাকা না মেলায় সম্ভাবনাময় ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের কাজকর্ম স্তব্ধ হতে চলেছে। শুধু তাই নয় ন্যাশানাল ডেয়ারী কর্পোরেশন সেপটেম্বর মাসে অস্থায়ীভাবে যে ১০·৭১ লক্ষ টাকা দেবার অনুরোধ করেছিলেন তাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অন্যদিকে ভাগীরথীর চেয়ে বহুলাংশে দুর্বল মিল্ক ইউনিয়নগুলির প্রতি সরকারী করুণা বর্ষিত হয়েছে উদার হস্তে। আরও দুর্ভাগ্যের কথা ভাগীরথীতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও শীতলীকরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার টাকার দুধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কথা ছিল ৭৮-৭৯ সালের মধ্যে বেলডাঙ্গা শীতলীকরণ কেন্দ্রের ক্ষমতা ১০ হাজার লিটার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার লিটার করা হবে কিন্তু এ পর্যন্ত তা হয়নি। বহরমপুরে ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রসেস করার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র গড়ার আশ্বাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রূপায়িত হয়নি। হবার সম্ভাবনাও কম। এই অসুবিধার ফলে ভাগীরথীর কাছে প্রায় ৩শোটি দুগ্ধ সমবায় সমিতি দুধ বিক্রীর জন্য আবেদন করে দিন গুণছে। সারা বাংলা দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি এই সব অব্যবস্থার জন্য দায়ী করেছেন রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ও ঔদাসিন্যকে।

## কিশোরের রহস্যজনক খুন

রঘুনাথগঞ্জ : ১৫ ডিসেম্বর গোপালনগরে বাগানের মধ্যে বালিঘাটার কাজী শরিফের (১৩) মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাকে কে বা কারা বাগানের মধ্যে আগের দিন রাত্রে খুন করে পালিয়েছে তা এখনও সঠিকভাবে জানতে পারা যায়নি। তবে সন্দেহক্রমে দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ আটক করেছে। গতকাল যে দোকান থেকে শরিফকে রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেই দোকানের আলমারীর গা থেকে কতকগুলো আঙ্গুলের ছাপ উদ্ধার করে গোয়েন্দা দপ্তর পরীক্ষার জন্য নিয়ে গিয়েছেন বলে জানা গেছে।

## স্কুল সম্পাদকের পদত্যাগ

সাগরদীঘি : স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক মদনমোহন ভকত-সহ কয়েকজন সদস্য স্কুলের পরিচালন সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছেন। মদনবাবু '৭১ সাল থেকে স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতি, প্রধান শিক্ষকের দুর্বলতা এবং পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় তিনি সরে এসেছেন।

## স্কুলে নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের কার্য্যকরী সমিতিতে অভিভাবক সদস্য নির্বাচনে জিতেন সাহা, তুলসীরঞ্জন বড়াল, মাধাইচন্দ্র দত্ত এবং ফজলুর রহমান জয়লাভ করেছেন। এরা স্কুলের পূর্বতন সম্পাদক গোষ্ঠীর প্রার্থী বলে পরিচিত। এই নির্বাচনকে ঘিরে শহরে তীব্র উত্তেজনা দেখা যায়। কিছু ছাপা প্রচার পত্র এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও নেতাকেও এই নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামতে দেখা যায়।

## বাদশার মৃত্যু

সাগরদীঘি, নিঃ সঃ—এই থানার কাঠেরপাড়া গ্রামে চুরি করতে গিয়ে ৭ ডিসেম্বর কুখ্যাত ডাকাত বাদশা ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে চোখে এ্যাসিড দিয়ে অন্ধ করে দেয়। পরদিন সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সে মারা যায়। এতদ্ অঞ্চলে ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি একাধিক ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯০ সাল।

## যাহা বুঝি না তাহা সুন্দর

ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে ৩৬ বৎসর হইল। সেদিন ১৪ই আগষ্টের আনন্দময়ী রজনী ও ১৫ই আগষ্টের উদ্বেলিত প্রভাতের স্মৃতি আমাদের বহু মানুষের অন্তরে আজও জাগরুক রহিয়াছে। কিন্তু সেদিনের সেই সুখস্বপ্নের একটি কণাও বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কি? আজ ৩৬ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অর্থাভাব, শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব দূরীভূত হইবার আশু-লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সে যুগের ত্যাগী, গুণী নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই প্রয়াত কিংবা জরাভারে আপন আপন গৃহে অন্তরীণ। নতুন দিগন্তে যে সব নতুন তারকারা রাজনৈতিক গগনে আবির্ভূত হইয়া নানা রং-এর মনোহারী আলোক বিকিরণ করিতেছেন এবং মন হরণ করিতেছেন ঠিকই, কিন্তু দুঃখ দারিদ্র হরণ করিতে কতটা সক্ষম হইতেছেন বা হইবেন তাহা সহজে বোধগম্য নহে। তবুও তাঁহারা নেতা, তাঁহারা শুধু মানব নন অতিমানব। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ মন ও বুদ্ধির অগোচরণ। যে কারণেই তাঁহারা সুন্দর, তাঁহারা প্রণম্য, তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তগণপূজ্য। তাঁহাদের পূজা না করিলে, তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিলে একনিষ্ঠ ভক্তগণের বিরাগভাজন হইবার ও লাঞ্ছিত হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। অতএব তাঁহাদিগকে আমরা প্রণাম করি। তাঁহাদের জয়ধ্বনিতে করি দিকমুখরিত। প্রয়াত দাদা-ঠাকুরের অনুকরণে বলিতে ইচ্ছা করে—হে অতি মানবগণ তোমরা হর্ত্তা—আমাদের মত অপগণ্ডের তোমরা বিধাতা—আশ্রিত ও ভক্তগণের। তোমরা জনসভায় একরূপে দেখা দাও আবার প্রশাসনে আর একরূপে বিরাজ কর, পুনরায় আপন আত্মীয়-স্বজন মধ্যে আর এক রূপধারণ কর। অতএব তোমরাই ত্রিমূর্ত্তিধারী আধুনিক ঈশ্বর। তোমাদের সততা সত্বগুণ বক্তৃতামঞ্চে প্রকাশলাভ করে। তোমাদের রজোগুণ প্রকাশিত হয় দলীয় রাজাসনে উপবেশনের সময় রাজকীয় পোষাক ও আচরণে। তোমাদের তমগুণ প্রকাশ পায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে নিদারুণ কলহে। তোমরা ত্রিগুণাত্মক বিধাতা পুরুষ। তোমরা অবোধ্য অতএব বড়ই সুন্দর। অসৎও তোমাদিকে সেবা করিলে তাহাকে উপকৃত কর সে কারণে তোমরা সৎ। তোমরা রাজনৈতিক দলাদলিতে সদা 'চিৎ'। তোমরা আপন ধামাধরা ভক্তবৃন্দের 'আনন্দ'। তোমরা সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ।

'ভূত' অর্থাৎ অতীত পুণ্যে অধুনা ডাণ্ডা সমর্থনে তোমরা পাণ্ডা, 'বর্তমানে' সকল ভক্তজনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সর্ব্ব শক্তিমান যাহা ইচ্ছা কার্য্য করিবার শক্তির অধিকারী, 'ভবিষ্যতে' অভূতপূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নিজের ও আত্মজনের অতুল ঐশ্বর্য্যের সুযোগ করিয়া দিবার শক্তিধারী। হে ত্রিকালজয়ী বিধাতৃগণ তোমরাই আমাদের প্রণম্য। তোমরা ব্রহ্মা কারণ বহু লীগ, পার্টি, এশোসিয়েসন-এর তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমরা বিষ্ণু কেন না কমলার কৃপায় তোমরা অর্থবান হইয়া ভক্তজনকে পালন কর। তোমরা শিব কেন না তোমরা নন্দী, ভৃঙ্গী, ষণ্ডাদের সহায়তায় আমাদের ন্যায় যে কোন দুষ্টের ধ্বংস করিতে পার। অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে তোমার অবোধ্য বড়ই সুন্দর, তোমাদিকে জানাই সভীত প্রণাম, তোমাদের জয়ধ্বনি দিয়া বলি—জয়তু নেতৃবৃন্দায়।

## চিঠিপত্র

( মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব )

### ধুলিয়ানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গুটিকয় প্রশ্ন

আপনাদের পত্রিকায় ( তাং ১২-১০-৮৩ ) প্রকাশিত ধুলিয়ানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদে বিস্মিত বোধ করছি। আরো বিস্মিত বোধ করছি এই কারণে যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করবেন একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত। বেশ কিছুদিন আগে শোনা একটি গুজব বোধহয় সত্য হতে চলেছে যে আরব থেকে প্রাপ্ত কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ধুলিয়ানে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ কোথা হ'তে পাওয়া যাচ্ছে, সে ব্যাপারে অবশ্য আপনাদের নির্ভীক নিরপেক্ষ পত্রিকা কোনরূপ আলোকপাত করতে পারেনি।

ভারতবর্ষের মত এক ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। আপনাদের পত্রিকার নিরপেক্ষতা এবং নির্ভীকতার উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে। সুতরাং ভরসা করি আমার এই পত্র যথাসময়ে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। প্রশ্ন হলঃ (১) অর্থ কি সত্যই আরবের কোন রাষ্ট্র থেকে আসছে? যদি আসে, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের অর্থে এদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আইনগত কোন বাধা আছে কি না? (২) ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান ( Private Institution ) হ'তে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ( U. G C ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা এবং পরিচালনার ব্যাপারে একটি নিয়ামক সংস্থা। ঐ সংস্থার যথাযথ অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে পারে না। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে যথাযথ অনুমতি পেয়েছে কি? (৩) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (U. G. C) কি বিদেশী অর্থে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি দেওয়ার এক্তিয়ার আছে? (৪) এদেশের কোন শিক্ষাবিদ্, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করার যোগ্যতা নাই? বিদেশী ( আরব দেশীয় )? কোন রাষ্ট্রদূতের কি এটা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়? বিদেশী কোন রাষ্ট্রদূত কি এটা করতে পারেন? প্রোটোকল কি বলে? (৫) কোনো সম্প্রদায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় কি ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভারতের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করবে না? এ ব্যাপারে জনমত কি? (৬) সরকার কি একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়ে, জঙ্গিপুরকে আলিগড় বানাতে চান? সুস্থ সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া কলুষিত করতে চান? (৭) রাজ্য প্রশাসন ৭ অক্টোবর তারিখে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের অনুমতি দেননি কারণ ঐ দিন মহরম। বেশ ভাল কথা। কিন্তু ১১ নভেম্বর তারিখে বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের সারা ভারত ব্যাপী 'একাত্মতা যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের 'পরশুরাম রথ' ধুলিয়ান জঙ্গিপুরে আসে। এই অঞ্চলের সহস্র সহস্র হিন্দু ঐ দিন হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য দিয়ে ঐ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। একই দিনে মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলে স্থাপন করার অনুমতি প্রশাসন দেন কি করে? এতে কি আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন হতে পারে না?

**অশনি মিত্র, সাগরদিঘি**

### রাসযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে চাঁদপাড়া আদিবাসী গ্রামে গত ২০-১১-৮৩ থেকে ৫ দিন ধরে রাসযাত্রা চলে। এই রাসযাত্রায় গ্রামাঞ্চল থেকে আদিবাসী পুরুষ বাঁশী-নাগরা মাদল, মেয়েরা রঙবেরঙের শাড়ী পরে মাথায় নানা ফুল, ধানের শিষ গুঁজে নাচগান করতে আসে। সাগরদীঘি রঘুনাথগঞ্জ এবং নবগ্রাম থানার আদিবাসীদের যেন মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠে এই ঐতিহাসিক চাঁদপাড়া গ্রাম। আদিবাসীদের ধারণা রাসযাত্রায় অংশগ্রহণ করলে সেই গ্রামের কোন মহিলা বিধবা হয় না।

## বৈষম্যমূলক আচরণ

বহরমপুর : গত বছর জেলা বই মেলার প্রকাশকেরা কিছু বই সরকার অনুমোদিত লাইব্রেরী-গুলিতে বিতরণের জন্য দিয়ে যান। বইগুলো শিক্ষা ভবনে মজুত রাখা হয়। কিন্তু গত ১২ ডিসেম্বর হঠাৎ সকলের অজ্ঞাতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লাইব্রেরীকে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের নির্দেশে বিতরণ করা হয়েছে বলে খবর। এই বৈষম্যমূলক আচরণে লাইব্রেরীগুলি ক্ষুব্ধ।

## দোকান সংস্থা বিভাগের পরিদর্শক অপমানিত

ধুলিয়ান : গত ১৩ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা দোকান সংস্থা বিভাগের পরিদর্শক মংগলবার বন্ধের দিনে ধুলিয়ান পুরাতন পোষ্ট অফিসের সন্নিকটবর্ত্তী মকবুল সেখের মুদিখানার খোলা দোকানে পরিদর্শনে গেলে মকবুল সেখ তাঁকে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন ও ভীতি প্রদর্শন করেন। প্রকাশ উক্ত দোকানদারের মতো অন্যান্য বিড়ির পাতা-তামাক, চাকীমিল এবং কিছু বস্ত্র ব্যবসায়ীও বন্ধের দিনে দোকান খোলা রেখে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

# বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চারশ আঠার কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে, ৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাহাত্তর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বয়সী শিশুদের তিরানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পর্যন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায়নি, তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষায় সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ।

আদিবাসী শিশুদের জন্য চারশ পঁচাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে।

নারী শিক্ষা এবং তফশিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

( জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ )

## প্রতিবন্ধীদের কর্ম্মসংস্থানে সরকার সচেষ্ট

প্রতিবন্ধী কর্মপ্রার্থীদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নাম রেজিষ্ট্রী করার ব্যবস্থা আছে। কোল-কাতায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৩, সেলিমপুর রোড, কোলকাতা—৩১ ঠিকানায় একটি বিশেষ কেন্দ্র আছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সরাসরি আবেদন না করে এই কেন্দ্রে বা জেলায় হলে নিজ এলাকার কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে রাখা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণকল্পে রাজ্য সরকারও তৎপর। সমস্ত সর-কারী পদের শতকরা ২ ভাগ সরকার প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। স্বল্প সংখ্যক পদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছেন অগ্রাধিকার। প্রশিক্ষণ এবং কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সরকার এদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কর্ম্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়েসের ঊর্দ্ধসীমা বাড়িয়ে করেছেন ৪৫ বছর।

কিন্তু প্রতিবন্ধীদের সমস্যা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। কেবল-মাত্র সরকারী উদ্যোগই সেগুলির নিরসনে যথেষ্ট নয়। কারণ সরকারী সংস্থাগুলিতে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের উপযুক্ত কাজের একান্ত অভাব। প্রতিবন্ধী নিয়োগের ব্যাপারে বেসরকারী সংস্থাগুলিও এগিয়ে এলে সমস্যার জট সরল হয়ে আসবে। এই সংস্থাগুলি যাতে কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করেন তার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবন্ধী কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

শ্রম দপ্তরের একটি মনিটরিং সেল প্রতিবন্ধীদের কর্ম্মসংস্থানের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন।

জীবন সংগ্রামে বাঁচার লড়াইয়ে রাজ্য সরকার রয়েছেন প্রতি-বন্ধী ভাই-বোনদের পাশে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমিজীবী সংঘের আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজীবীদের সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকায় উহার সমাধানকল্পে সংগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমি-জীবী সংঘের সদস্য হউন। এই সংঘ পশ্চিমবঙ্গ Land Holding & Revenue Act. Minimum Wages Act. West Bengal Land Reforms Act-এর তৃতীয় Chapter এর বিরুদ্ধে কলিকাতা হাই কোর্টে Writ Petition মূলে সভ্যদিগের কল্যাণে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা পাইয়াছে। তাছাড়া West Bengal L. R. Act-কে সংবিধানের নবম তপশীল হইতে মুক্ত করিয়া অন্য সাধারণ আইনের মত হাই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে বিচারযোগ্য রাখি-বার জন্য প্রয়াস লইয়াছে। প্রতিটি ভূমিজীবীর এই কার্য্যে সহযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রতিটি জীবীকা ভোগীরই নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সংঘ আছে। কিন্তু জমির উপর নির্ভরশীল ছোট বড় কৃষকের সত্যকার কোন সংঘ ইহার পূর্ব্বে গড়িয়া উঠে নাই। তাই

যোগাযোগ করুন—

সংগঠন কার্য্যালয় : নেহালিয়া হাউস, পোঃ জিয়াগঞ্জ

জেলা মুর্শিদাবাদ।

### মহকুমা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : ১০ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট সুপার মার্কেটে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ শ্রেণী ( গ্রুপ ডি ) সরকারী কর্মচারী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার ৩০তম দ্বি-বার্ষিক মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহকুমা কোঃ অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বলরাম দাস। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন সদস্য। শংকর দাস এবং মতিউর রহমানকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে সমিতির ৮৩-৮৪ বর্ষের একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে।

### কৃষিভিত্তিক পাকা রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম ঈদগাহা থেকে বালিয়া পর্য্যন্ত ৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ চলছে। এতে ২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। পি, ডবলু ডি রোড কাজ করছেন। এস, এম জি, আর রোড থেকে সাগরদীঘি বিডিও অফিসের মধ্য দিয়ে রতনপুর মোড় ৩৪নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ৪ কিমি রাস্তার জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সাগরদীঘি থেকে সীতেশনগর ঘাট ২৪ কিমি পাকা রাস্তা তৈরী করতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রতি বছর ২ লক্ষ টাকা করে খরচ করা হবে। কাজ করবেন পি, ডবলু ডি রোডস। এই রাস্তাগুলি পাকা হলে গ্রামের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং হাটে বাজারে বিপণন ব্যবস্থা জোরদার হবে বলে সাগরদীঘি ব্লকের বিডিও নন্দদুলাল ভকত আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

Wanted a 'Daptari' for Kanupur N. J. Jr. High School, P. O. Kanupur, Dist. Murshidabad. Please apply to the Secretary by 31. 12. 83.

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

### ধুলিয়ান দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সভা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ধুলিয়ান দোকান—কর্মচারী ইউনিয়নের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কয়েকটি প্রস্তাবসমূহ অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আশু প্রতিকার দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। দোকান সংস্থা আইনের ১৭(১) ধারা পরিবর্তন, প্রতিটি শহরে দোকান সংস্থা পরিদর্শক নিয়োগ, কর্মচারীদের বেতন কাঠামো প্রবর্তন, দোকান সংস্থা রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফকেট রিনুয়াল ৩ বৎসরে ৫০·০০ টাকা ফি পরিবর্তে এক বৎসরে ৫·০০ টাকা ফি করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নন্দলাল সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, শ্রমিকদের স্বার্থে এই সমস্ত দাবী যদি অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী করা না হয় তবে এই ইউনিয়ন সারা জেলাব্যাপী দীর্ঘ স্থায়ী আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে।

অনঘ
মাসিক সাহিত্য সংকলন
নভেম্বর, ডিসেম্বর যৌথ সংখ্যা বেরুচ্ছে এ সপ্তাহেই
'দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করে ছ, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সমস্ত কেড়ে নিলে তাদেরই রইলো আমাকে হত্যা করার অধিকার, আর আমার রইলো না?' সব্যসাচীর এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে বিপ্লবের সুর, হিংসার পথের প্রতি বিশ্বাস। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী চরিত্রকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ এ সংখ্যার আকর্ষণীয় সংযোজন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯
উমরপুর ( ৩৪নং জাতীয় সড়ক ) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পাণ্ডত প্রেস হইতে
অনুত্তম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।